চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

কংস বধ

কিভাবে কৃষ্ণ ও বলরাম মল্লযোদ্ধাদের নিহত করেছিলেন, কিভাবে কৃষ্ণ কংসকে বধ করে তার পত্নীগণকে সান্ত্বনা প্রদান করেছিলেন এবং কিভাবে ভগবানদ্বয় তাঁদের মাতা-পিতার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

মল্লযুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ চাণূরের বিরুদ্ধে এবং বলরাম মুষ্টিকের সঙ্গে লড়াই শুরু করলেন। বাহুতে বাহুতে, মস্তকে মস্তকে, জানুতে জানুতে এবং বক্ষে বক্ষে পরস্পর পরস্পরকে এত ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করতে লাগলেন যে, মনে হচ্ছিল তাঁরা তাঁদের নিজেদের দেহেরই ক্ষতিসাধন করছেন। মল্লস্থলে উপস্থিত রমণীগণ রাজা ও সকল সভাসদগণকে দোষারোপ করে বলতে লাগলেন—"কোন দায়িত্বশীল দর্শকেরই বজ্রসম কঠিন অঙ্গবিশিষ্ট বিশাল মল্লযোদ্ধাদের সঙ্গে এরূপ কিশোরবয়স্ক সুকোমল বালকগণের মল্লক্রীড়া অনুমোদন করবে না। কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এখানে অবিচার করা হচ্ছে দর্শন করলে কখনই সভায় প্রবেশ করবেন না।" যেহেতু কৃষ্ণ ও বলরামের শক্তি বিষয়ে বসুদেব ও দেবকী সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন না, তাই রমণীগণের এই সকল কথা শ্রবণ করে তাঁরা বিমর্ষ হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর চাণূরের দুইবাহু ধারণ করে চতুর্দিকে কয়েক পাক ঘোরাতে ঘোরাতে অবশেষে তাকে ভূতলে নিক্ষেপ করে নিহত করলেন। মুষ্টিকেরও তেমনই দুর্ভাগ্য হল—শ্রীবলদেবের প্রচণ্ড মুষ্টির প্রহারে সে রক্ত-বমন করতে শুরু করল এবং প্রাণশূন্য হয়ে ধরাশায়ী হল। অতঃপর কূট, শল এবং তোশল নামক মল্লযোদ্ধারা এগিয়ে এল, কিন্তু কৃষ্ণ ও বলরাম সহজেই তাঁদের মুষ্টি প্রহার ও পদাঘাত দ্বারা তাদের নিহত করলেন। অন্যান্য মল্লযোদ্ধারা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল।

একমাত্র কংস ব্যতীত, উপস্থিত সকলেই কৃষ্ণ ও বলরামের নামে হর্ষধ্বনি করছিল। ক্রোধমত্ত রাজা উৎসব বাদ্য থামাতে বলে বসুদেব নন্দ, উগ্রসেন এবং সকল গোপগণকে কঠিন দণ্ডদানের আর কৃষ্ণ ও বলরামকে সভা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিলেন। এইভাবে কংসকে বলতে শুনে কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে রাজযজ্ঞে উপস্থিত হলেন। তিনি কংসের চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে তাকে মল্লক্রীড়ার যজ্ঞের মেঝেতে নিক্ষেপ করে স্বয়ং তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আর তার ফলেই কংসের মৃত্যু হল। যেহেতু ভয়বশত কংস সকল সময়েই কৃষ্ণের কথা চিন্তা করত, তাই মৃত্যুর পর সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই সারূপ্য মুক্তি লাভ করেছিল।

অতঃপর কংসের আটজন ভাই কৃষ্ণকে আক্রমণ করলে বলরাম অতি সহজেই, সিংহ যেভাবে প্রতিরোধহীন পশুদের হত্যা করে, সেইভাবে তাঁর গদা দিয়ে তাদের হত্যা করলেন। আকাশে দুন্দুভি বেজে উঠল এবং দেবতারা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের মহিমা কীর্তন করতে করতে পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন।

কংসপত্নীগণ তাঁদের স্বামীর শোকে এই বলে অনুতাপ করতে লাগলেন যে, অন্যান্য জীবের প্রতি হিংসা ও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী পরমাত্মা কৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞার ফলেই তার মৃত্যু হল। শ্রীকৃষ্ণ সেই বিধবাগণকে সান্ত্বনা প্রদান করে কংস ও তার ভাইদের পারলৌকিক কর্ম সম্পাদন করতে বললেন। অতঃপর তাঁর মাতা পিতার বন্ধন মোচন করে তাঁদের চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন, কিন্তু এখন তাঁরা তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে হৃদয়ঙ্গম করতে পারায়, আলিঙ্গন করলেন না।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং চর্চিতসঙ্কল্পো ভগবান্ মধুসূদনঃ ।
আসসাদাথ চাণূরং মুষ্টিকং রোহিণীসুতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **চর্চিত**—স্থির করে; **সঙ্কল্পঃ**—তাঁর সঙ্কল্প; **ভগবান্**—ভগবান; **মধুসূদনঃ**—কৃষ্ণ; **আসসাদ**—সম্মুখীন হলেন; **অথ**—অতঃপর; **চাণূরম্**—চাণুর; **মুষ্টিকম্**—মুষ্টিক; **রোহিণী-সূতঃ**—রোহিণী নন্দন, শ্রীবলরাম।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে সম্বোধিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা গ্রহণ করার জন্য মন স্থির করলেন। তিনি চাণূরকে এবং শ্রীবলরাম মুষ্টিককে আহ্বান করলেন।

শ্লোক ২

হস্তাভ্যাং হস্তয়োর্বদ্ধ্বা পদ্ভ্যামেব চ পাদয়োঃ ।
বিচকর্ষতুরন্যোন্যং প্রসহ্য বিজিগীষয়া ॥ ২ ॥

হস্তাভ্যাম্—তাদের হস্তের সঙ্গে; **হস্তয়োঃ**—হস্ত দ্বারা; **বদ্ধ্বা**—ধারণ করে; **পদ্ভ্যাম্**—তাদের পদদ্বয়ের সঙ্গে; **এব**—ও; **পাদয়োঃ**—পদদ্বয় দ্বারা; **বিচকর্ষতুঃ**—তাঁরা (কৃষ্ণের প্রতিপক্ষ চাণূর এবং বলরামের বিরুদ্ধে মুষ্টিক) আকর্ষণ করলেন; **অন্যোন্যম্**—একে অপরকে; **প্রসহ্য**—সবলে; **বিজিগীষয়া**—বিজয়াভিলাষে।

অনুবাদ

পরস্পর পরস্পরের হস্ত ও পদদ্বয় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করে বিজয়াভিলাষে সবলে একে অপরকে আকর্ষণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩

অরত্নী দ্বে অরত্নিভ্যাং জানুভ্যাং চৈব জানুনী ।
শিরঃ শীর্ষ্ণোরসোরস্তাবন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ॥ ৩ ॥

অরত্নী—বিপক্ষের মুষ্টির বিরুদ্ধে; **দ্বে**—দুই; **অরত্নিভ্যাম্**—তাঁদের মুষ্টি; **জানুভ্যাম্**—তাদের জানু; **চ এব**—ও; **জানুনী**—বিপক্ষের জানুর বিরুদ্ধে; **শিরঃ**—মস্তকের; **শীর্ষ্ণাঃ**—সঙ্গে মস্তক; **উরসা**—বক্ষের সঙ্গে; **উরঃ**—বক্ষ; **তৌ**—তাঁরা; **অন্যোন্যম্**—পরস্পর; **অভিজঘ্নতুঃ**—আঘাত করছিলেন।

অনুবাদ

তাঁরা সকলেই নিজ মুষ্টি দ্বারা অপরের মুষ্টিকে, নিজ জানু দ্বারা প্রতিপক্ষের জানুকে, মস্তকের বিরুদ্ধে মস্তক এবং বক্ষস্থলের দ্বারা বক্ষস্থলকে আঘাত করছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে উল্লেখিত *অরত্নি* শব্দ দ্বারা মুষ্টির সঙ্গে কনুইকেও বোঝানো যেতে পারে। এইভাবে আঘাত বলতে হয়ত কনুইয়ের দ্বারাও আঘাত করা হয়েছিল, যা আজকালকার বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ-বিদ্যায় দেখা যায়।

শ্লোক ৪

পরিভ্রামণবিক্ষেপপরিরম্ভাবপাতনৈঃ ।
উৎসর্পণাপসর্পণৈশ্চান্যোন্যং প্রত্যরুন্ধতাম্ ॥ ৪ ॥

পরিভ্রামণ—অন্যকে ঘুরপাক খাওয়ানো; **বিক্ষেপ**—ঠেলা দেওয়া; **পরিরম্ভ**—বাহু দ্বারা নিষ্পীড়ন; **অবপাতনৈঃ**—অধঃক্ষেপ; **উৎসর্পণ**—পরিত্যাগ করে সম্মুখে গমন; **অপসর্পণৈঃ**—পশ্চাতে গমন; **চ**—এবং; **অন্যোন্যম্**—পরস্পর; **প্রত্যরুন্ধতাম্**—প্রতিরোধ করছিলেন।

অনুবাদ

প্রত্যেক যোদ্ধাই তাঁর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পরিভ্রামণ, বিক্ষেপ, পরিরম্ভণ, অধঃক্ষেপ, উৎসর্পণ ও অপসর্পণ ক্রিয়া দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, *পরিরম্ভ* শব্দটির মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে বাহু দ্বারা নিষ্পীড়ন বোঝানো হয়েছে।

শ্লোক ৫

উত্থাপনৈরুন্নয়নৈশ্চালনৈঃ স্থাপনৈরপি ।
পরস্পরং জিগীষন্তাবপচক্রতুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

উত্থাপনৈঃ—উত্থাপন; **উন্নয়নৈঃ**—উন্নয়ন; **চালনৈঃ**—চালন; **স্থাপনৈঃ**—স্থাপন; **অপি**—ও; **পরস্পরম্**—পরস্পর; **জিগীষন্তৌ**—বিজয় ইচ্ছায়; **অপচক্রতুঃ**—তাঁরা ক্ষতি করছিলেন; **আত্মনঃ**—(এমন কি) নিজেদের।

অনুবাদ

জয়ী হওয়ার অত্যন্ত আগ্রহে তাঁরা, যোদ্ধারা বলপূর্বক উত্থাপন, উন্নয়ন, চালন এবং স্থাপন দ্বারা তাঁদের নিজ নিজ দেহেরও ক্ষতি করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে, যদিও কৃষ্ণ ও বলরাম অবশ্যই নিজেদের ক্ষতি করেননি, তবে চাণূর ও মুষ্টিকের ক্ষেত্রে এবং যাদের জড় দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের এরকম মনে হয়েছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে, ভগবানদ্বয় পূর্ণভাবে মল্লযুদ্ধের লীলায় মগ্ন ছিলেন।

শ্লোক ৬

তদ্ বলাবলবদ্‌যুদ্ধং সমেতাঃ সর্বযোষিতঃ ।
ঊচুঃ পরস্পরং রাজন্ সানুকম্পা বরূথশঃ ॥ ৬ ॥

তৎ—সেই; **বল-অবল**—সবল ও দুর্বলের; **বৎ**—নিযুক্ত; **যুদ্ধম্**—যুদ্ধ; **সমেতাঃ**—সমবেত; **সর্ব**—সকল; **যোষিতঃ**—রমণীগণ; **ঊচুঃ**—বললেন; **পরস্পরম্**—একে অপরকে; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **স-অনুকম্পাঃ**—অনুগ্রহ অনুভব করে; **বরূথশঃ**—দলে।

অনুবাদ

হে রাজন, উপস্থিত সকল রমণীগণ, ঐ মল্লযুদ্ধকে সবল ও দুর্বলের অনৈতিক যুদ্ধ বিবেচনা করে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন অনুভব করলেন। তাঁরা মল্লস্থলের চারদিকে দলবদ্ধভাবে সমবেত ছিলেন এবং একে অপরকে এইভাবে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৭

মহানয়ং বতাধর্ম এষাং রাজসভাসদাম্ ।
যে বলাবলবদ্‌যুদ্ধং রাজ্ঞোঽন্বিচ্ছন্তি পশ্যতঃ ॥ ৭ ॥

মহান্—মহা; **অয়ম্**—এই; **বত**—আহা; **অধর্মঃ**—অধর্মের কর্ম; **এষাম্**—পক্ষে; **রাজ-সভা**—রাজার সভার; **সদাম্**—উপস্থিত ব্যক্তিরা; **যে**—যে; **বল-অবল-বৎ**—সবল ও দুর্বলের মধ্যে; **যুদ্ধম্**—যুদ্ধ; **রাজ্ঞঃ**—রাজা যখন; **অন্বিচ্ছন্তি**—তারাও আকাঙ্ক্ষা করছে; **পশ্যতঃ**—দর্শন করতে।

অনুবাদ

[রমণীগণ বললেন—] আহা! কী মহা অধর্মের কর্ম এই রাজ সভাসদেরা করছে! যেহেতু রাজা এই দুর্বল ও সবলের মধ্যে লড়াই দর্শন করছে, তাই তারাও তা দেখতে চাইছে।

তাৎপর্য

এখানে রমণীগণ যে ধারণা প্রকাশ করছেন তা হল রাজা যদিও কোনও ভাবে একটি অনৈতিক ক্রীড়া দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা করে, মাননীয় সভাসদগণেরাও কেন তা দর্শন করতে চাইবে? এই ধরনের অনুভূতি স্বাভাবিক। আজও যদি কোন প্রকাশ্য স্থানে আমরা অত্যন্ত শক্তিশালী বৃহৎ ব্যক্তি এবং এক দুর্বল, ক্ষুদ্র ব্যক্তির মধ্যে ভয়ানক লড়াই হচ্ছে দেখতে পাই, তাতে আমরা ক্রোধে গর্জে উঠি। দয়ার্দ্র রমণীগণও এই ধরনের অনুচিৎ হিংসায় বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ ও পীড়িত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

ক্ব বজ্রসারসর্বাঙ্গৌ মল্লৌ শৈলেন্দ্রসন্নিভৌ ।
ক্ব চাতিসুকুমারাঙ্গৌ কিশোরৌ নাপ্তযৌবনৌ ॥ ৮ ॥

ক্ব—কোথায় একদিকে; **বজ্র**—বজ্রের; **সার**—শক্তিযুক্ত; **সর্ব**—সকল; **অঙ্গৌ**—অঙ্গ; **মল্লৌ**—দুই মল্লযোদ্ধা; **শৈল**—পর্বত; **ইন্দ্র**—প্রধান সম; **সন্নিভৌ**—আকৃতি; **ক্ব**—কোথায়; **চ**—এবং আরেক দিকে; **অতি**—অত্যন্ত; **সুকুমার**—সুকোমল; **অঙ্গৌ**—অঙ্গ; **কিশোরৌ**—দুই কিশোর; **ন আপ্ত**—এখনও প্রাপ্ত হয়নি; **যৌবনৌ**—তাদের পরিণত অবস্থা।

অনুবাদ

দুই পেশাদার মল্লযোদ্ধা, যাদের বজ্রসম কঠিন অঙ্গ এবং প্রকাণ্ড পর্বততুল্য দেহ, তাদের সঙ্গে এই দুই অপরিণত অত্যন্ত সুকোমল অঙ্গের বালকের কি তুলনা করা যেতে পারে?

শ্লোক ৯

ধর্মব্যতিক্রমো হ্যস্য সমাজস্য ধ্রুবং ভবেৎ ।
যত্রাধর্মঃ সমুত্তিষ্ঠেন্ন স্থেয়ং তত্র কর্হিচিৎ ॥ ৯ ॥

ধর্ম—ধর্ম; ব্যতিক্রমঃ—ব্যতিক্রম; হি—বস্তুত; অস্য—এর দ্বারা; সমাজস্য—সমাবেশে; ধ্রুবম্—নিশ্চয়ই; ভবেৎ—হবে; যত্র—যেখানে; অধর্ম—অধর্ম; সমুত্তিষ্ঠেৎ—পূর্ণরূপে উদিত হয়েছে; ন স্থেয়ম্—থাকা উচিত নয়; তত্র—সেখানে; কর্হিচিৎ—এক মুহূর্তও।

অনুবাদ

এই সমাবেশে ধর্ম নীতি নিশ্চয়ই ভঙ্গ করা হয়েছে। যেখানে অধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, তেমন স্থানে কারও এক মুহূর্তও থাকা উচিত নয়।

শ্লোক ১০

ন সভাং প্রবিশেৎ প্রাজ্ঞঃ সভ্যদোষাননুস্মরন্ ।
অব্রুবন্ বিব্রুবন্নজ্ঞো নরঃ কিল্বিষমশ্নুতে ॥ ১০ ॥

ন—না; সভাম্—সমাবেশে; প্রবিশেৎ—প্রবেশ করবে; প্রাজ্ঞঃ—বিজ্ঞ; সভ্য—সভ্য; দোষান্—দোষ; অনুস্মরন্—মনে রেখে; অব্রুবন্—বলেন না; বিব্রুবন্—ভুল বলেন; অজ্ঞঃ—অজ্ঞ (অথবা তেমন ভান করেন); নরঃ—মানুষ; কিল্বিষম্—পাপ; অশ্নুতে—ভাগী হন।

অনুবাদ

বিজ্ঞ ব্যক্তি যদি জানতে পারেন যে, সদস্যগণ সেখানে অনৈতিক কর্ম করছে, তবে তেমন সমাবেশে তিনি প্রবেশ করবেন না। আর যদি প্রবেশও করেন, যদি তিনি সত্য-ভাষণে ব্যর্থ হন, মিথ্যা কথা অথবা সেই সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তবে তিনি অবশ্যই পাপ-ভাগী হন।

শ্লোক ১১

বল্গতঃ শত্রুমভিতঃ কৃষ্ণস্য বদনাম্বুজম্ ।
বীক্ষ্যতাং শ্রমবার্যুপ্তং পদ্মকোশমিবাম্বুভিঃ ॥ ১১ ॥

বল্গতঃ—ধাবমান হওয়াতে; শত্রুম্—তাঁর শত্রুরা; অভিতঃ—চারদিকে; কৃষ্ণস্য—কৃষ্ণের; বদন—মুখ; অম্বুজম্—পদ্মসদৃশ; বীক্ষ্যতাম্—তুমি দেখ; শ্রম—ক্লান্তির, বারি—সলিল দ্বারা; উপ্তম্—পরিব্যাপ্ত হয়েছে; পদ্ম—পদ্মফুলের; কোশম্—কোষ; ইব—মতো; অম্বুভিঃ—জলবিন্দুর।

অনুবাদ

চারদিকে তাঁর শত্রুধাবিত কৃষ্ণের মুখপদ্মখানি দেখ! শ্রমসাধ্য যুদ্ধের দ্বারা সেই মুখমণ্ডল স্বেদ বিন্দুতে আচ্ছন্ন হয়েছে, যেন শিশিরে আচ্ছাদিত একটি পদ্ম।

শ্লোক ১২

কিং ন পশ্যত রামস্য মুখমাতাম্রলোচনম্ ।
মুষ্টিকং প্রতি সামর্ষং হাসসংরম্ভশোভিতম্ ॥ ১২ ॥

কিম্—কেন; ন পশ্যত—দর্শন করছ না; রামস্য—শ্রীবলরামের; মুখম্—মুখমণ্ডল; আতাম্র—তাম্রসদৃশ; লোচনম্—নয়নযুগল; মুষ্টিকম্—মুষ্টিক; প্রতি—প্রতি; স-অমর্ষম্—ক্রোধে; হাস—তাঁর হাস্য দ্বারা; সংরম্ভ—মগ্নতা; শোভিতম্—শোভিত।

অনুবাদ

তোমরা কি মুষ্টিকের প্রতি ক্রোধবশত তাম্রভাবাপন্ন নয়নযুগল সমন্বিত শোভাবর্ধনকারী বলরামের হাস্যময় মুখমণ্ডল ও তাঁর যুদ্ধমগ্নতা দর্শন করছ না?

শ্লোক ১৩

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গ-
গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্ররমার্চিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥ ১৩ ॥

পুণ্যাঃ—পবিত্র; বত—বস্তুত; ব্রজভুবঃ—ব্রজভূমি; যৎ—যেখানে; অয়ম্—এই; নৃ—মনুষ্য; লিঙ্গ—বৈশিষ্ট্য; গূঢ়ঃ—ছদ্মবেশে; পুরাণ-পুরুষঃ—আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান; বনচিত্রমাল্যঃ—বিচিত্র বনফুল ও অন্যান্য বনজ বস্তুর মালায়; গাঃ—গাভী; পালয়ন্—পালন করেন; সহ—সহযোগে; বলঃ—শ্রীবলরাম; ক্বণয়ন্—বাদন করেন; চ—এবং; বেণুম্—তাঁর বাঁশী; বিক্রীড়য়া—বিভিন্ন লীলাবিলাস করে; অঞ্চতি—বিচরণ করেন; গিরিত্র—দেবাদিদেব শিব; রমা—এবং লক্ষ্মীদেবী দ্বারা; অর্চিত—পূজিত হয়; অঙ্ঘ্রিঃ—তাঁর পদদ্বয়।

অনুবাদ

ব্রজভূমি কত না ধন্য, কারণ সেখানে মানব দেহের ছদ্মবেশে আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান বিচরণ করেন, তাঁর বহু লীলাদির প্রকাশ করেন! সেখানে তিনি অপূর্ব বনমালায় শোভিত হন এবং তাঁর পদদ্বয় দেবাদিদেব শিব ও দেবী রমাদ্বারা পূজিত হয়। সেখানে তিনি বলরাম সহযোগে গো-চারণ করতে করতে তাঁর বেণু-বাদন করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দর্শকাসনে উপবিষ্ট ভক্ত নারীগণ মথুরা ও বৃন্দাবনের পার্থক্য বর্ণনা করছেন। তাঁরা ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন যে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ কেবলমাত্র তাঁর গোপবালক সহচরবৃন্দ ও গোপীগণের সঙ্গ উপভোগ করেন, কিন্তু এখানে মথুরাতে তাঁকে পেশাদার মল্লযোদ্ধাদের গর্বিত কৌশলের দ্বারা হয়রান হতে হচ্ছে। এইভাবে রমণীগণ, তাঁদের বিবেচনায় এক অনৈতিক মল্লযুদ্ধে কৃষ্ণকে দেখতে দেখতে বেদনাতুর হয়ে মথুরা নগরীর নিন্দা করছিলেন। অবশ্যই মথুরাও ভগবানের নিত্য ধামের মধ্যে একটি, কিন্তু এখানে সভামধ্যস্থ রমণীগণ সমালোচনার ভাবের মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রেম প্রকাশ করছেন।

শ্লোক ১৪

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্ধ্বমনন্যসিদ্ধম্ ।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপম্
একান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ১৪ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **কিম্**—কি; **অচরণ্**—আচরণ করেছিলেন; **যৎ**—যার থেকে; **অমুষ্য**—এমন একজনের (শ্রীকৃষ্ণের); **রূপম্**—রূপ; **লাবণ্য-সারম্**—মাধুর্যের নির্যাস; **অসম-ঊর্ধ্বম্**—যাঁর সমান বা যার থেকে মহৎ আর কেউ নেই; **অনন্য-সিদ্ধম্**—যিনি অন্য অলংকারাদির দ্বারা সিদ্ধ নন (স্বতঃসিদ্ধ); **দৃগ্‌ভিঃ**—চক্ষুর দ্বারা; **পিবন্তি**—পান করেন; **অনুসব-অভিনবম্**—চির নবীন; **দুরাপম্**—দুর্লভ; **একান্ত ধাম**—একমাত্র ধাম; **যশসঃ**—যশের; **শ্রিয়ঃ**—সৌন্দর্যের; **ঐশ্বরস্য**—ঐশ্বর্যের।

অনুবাদ

(মথুরার পুরনারীরা বললেন) "আহা! ব্রজগোপিকারা কী তপস্যা করেছেন! শ্রী, ঐশ্বর্য ও যশসমূহের একান্ত আশ্রয়; দুর্লভ, স্বতঃসিদ্ধ, অসমোর্ধ্ব সমস্ত সৌন্দর্যের সারস্বরূপ, এই শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলের অমৃত তাঁরা তাঁদের নয়ন দ্বারা নিরন্তর পান করেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকের শব্দার্থ ও অনুবাদ অংশটি শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* (আদিলীলা ৪/১৫৬) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৫

যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপ-
প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণমার্জনাদৌ ।
গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো
ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তযানাঃ ॥ ১৫ ॥

যাঃ—যে সকল (গোপীগণ); **দোহনে**—দুগ্ধ দোহন কালে; **অবহননে**—শস্য মাড়াইয়ের সময়ে; **মথন**—মন্থন; **উপলেপ**—উপলেপন; **প্রেঙ্খ-ইঙ্খন**—দোলনায় দোলা দেওয়ার সময়; **অর্ভ-রুদিত**—ক্রন্দনরত শিশুর (যত্ন গ্রহণ); **উক্ষণ**—জল সেচন; **মার্জন**—গৃহাদি পরিষ্কার; **আদৌ**—ইত্যাদি; **গায়ন্তি**—তাঁরা গান করেন; **চ**—এবং; **এনম্**—তাঁর সম্বন্ধে; **অনুরক্ত**—অত্যন্ত আসক্ত; **ধিয়ঃ**—যাঁদের মন; **অশ্রু**—অশ্রু; **কণ্ঠ্যঃ**—কণ্ঠ; **ধন্যাঃ**—ভাগ্যবতী; **ব্রজস্ত্রিয়ঃ**—ব্রজনারীগণ; **উরুক্রম**—শ্রীকৃষ্ণের; **চিত্ত**—মনোনিবেশ দ্বারা; **যানাঃ**—সকল কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্তা।

অনুবাদ

নারীগণের মধ্যে ব্রজনারীগণ অত্যন্ত সৌভাগ্যসম্পন্না, কারণ তাঁরা সকল সময়েই কৃষ্ণানুরক্তচিত্তা রূপে দুগ্ধ-দোহন, শস্য মাড়াই, মাখন মন্থন, জ্বালানির জন্য গোবর সংগ্রহ, দোলান্দোলন, ক্রন্দনরত শিশুর যত্ন, মাঠে জলসেচন, গৃহমার্জন ইত্যাদি সর্বকর্মে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে অনবরত শ্রীকৃষ্ণের গান করে থাকেন। তাঁদের এই পরম কৃষ্ণভাবনা হেতু তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই সকল কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

শ্লোক ১৬

প্রাতর্ব্রজাদ্ ব্রজত আবিশতশ্চ সায়ং
গোভিঃ সমং ক্বণয়তোঽস্য নিশম্য বেণুম্ ।
নির্গম্য তূর্ণমবলাঃ পথি ভূরিপুণ্যাঃ
পশ্যন্তি সস্মিতমুখং সদয়াবলোকম্ ॥ ১৬ ॥

প্রাতঃ—প্রভাতে; **ব্রজাৎ**—ব্রজ হতে; **ব্রজতঃ**—তাঁর নির্গমন; **আবিশতঃ**—প্রবেশ; **চ**—এবং; **সায়ম্**—সন্ধ্যায়; **গোভিঃ সমম্**—ধেনুগণের সঙ্গে একত্রে; **ক্বণয়তঃ**—বাদন করতে করতে; **অস্য**—তাঁর; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **বেণুম্**—বেণু; **নির্গম্য**—বের হয়ে আসেন; **তূর্ণম্**—সত্বর; **অবলাঃ**—নারীগণ; **পথি**—পথে; **ভূরি**—অত্যন্ত, **পুণ্যাঃ**—পুণ্যশীলা; **পশ্যন্তি**—তাঁরা দর্শন করেন; **স**—সহ; **স্মিত**—হাস্য; **মুখম্**—মুখ; **স-দয়**—কৃপাময়; **অবলোকম্**—দৃষ্টিপাত সহ।

অনুবাদ

প্রভাতে তাঁর গাভীসহ ব্রজ হতে নির্গমন কালে এবং সূর্যাস্তে ব্রজে প্রত্যাবর্তন সময়ে কৃষ্ণ যখন বেণুবাদন করেন, গোপীগণ তা শ্রবণ করে সত্বর তাঁকে দর্শন করার জন্য তাঁদের গৃহ হতে বের হয়ে আসেন। পথে বিচরণকালে তাঁদের প্রতি কৃষ্ণের সহাস্য কৃপাময় দৃষ্টিপাতযুক্ত মুখমণ্ডল দর্শন করতে সমর্থ এই গোপীগণ নিশ্চয়ই অনেক পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

এবং প্রভাষমাণাসু স্ত্রীষু যোগেশ্বরো হরিঃ ।
শত্রুং হন্তুং মনশ্চক্রে ভগবান্ ভরতর্ষভ ॥ ১৭ ॥

এবম্—এইভাবে; প্রভাষমাণাসু—তাঁরা কথা বলতে থাকলে; স্ত্রীষু—রমণীগণ; যোগ-ঈশ্বরঃ—যোগেশ্বর; হরিঃ—শ্রীকৃষ্ণ; শত্রুম্—তাঁর শত্রু; হন্তুম্—বধ করতে; মনঃ চক্রে—মন স্থির করলেন; ভগবান্—ভগবান; ভরত-ঋষভ—হে ভরত কুলোত্তম।

অনুবাদ

(শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—) হে ভরতকুলোত্তম, রমণীগণ এইভাবে বলতে থাকলে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শত্রুকে বধ করতে মনস্থির করলেন।

শ্লোক ১৮

সভয়াঃ স্ত্রীগিরঃ শ্রুত্বা পুত্রস্নেহশুচাতুরৌ ।
পিতরাবন্বতপ্যেতাং পুত্রয়োরবুধৌ বলম্ ॥ ১৮ ॥

সভয়াঃ—ভয়যুক্ত; স্ত্রী—রমণীগণের; গিরঃ—বাক্য; শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; পুত্র—পুত্র; স্নেহ—স্নেহে; সূচ—শোকে; আতুরৌ—অভিভূত হলেন; পিতরৌ—তাঁদের পিতা-মাতা (দেবকী ও বসুদেব); অন্বতপ্যেতাম্—অনুতাপ অনুভব করেছিলেন; পুত্রয়োঃ—তাঁদের পুত্রদ্বয়ের জন্য; অবুধৌ—অবহিত না হয়ে; বলম্—শক্তি।

অনুবাদ

তাঁদের পিতা-মাতা (দেবকী ও বসুদেব) রমণীগণের সভয় বাক্য শ্রবণ করে পুত্র স্নেহে শোকাতুর হয়ে উঠলেন। তাঁরা শোকার্ত হয়েছিলেন, কারণ তাঁদের পুত্রদ্বয়ের শক্তি সম্বন্ধে তাঁরা অবগত ছিলেন না।

তাৎপর্য

স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণের পিতা-মাতা এই পরিস্থিতিতে এই ভেবে অনুশোচনা করেছিলেন, "আমরা কেন আমাদের পুত্রদ্বয়কে গৃহে রাখলাম না? কেন আমরা তাঁদের এই অনৈতিক প্রদর্শনীতে অংশ নিতে দিলাম?"

শ্লোক ১৯

তৈস্তৈর্নিযুদ্ধবিধিভির্বিবিধৈরচ্যুতেতরৌ ।
যুযুধাতে যথান্যোন্যং তথৈব বলমুষ্টিকৌ ॥ ১৯ ॥

তৈঃ তৈঃ—এই সমস্ত; **নিযুদ্ধ**—মল্লযুদ্ধের; **বিধিভিঃ**—কৌশলসমূহ; **বিবিধৈঃ**—বিভিন্ন; **অচ্যুত-ইতরৌ**—ভগবান অচ্যুত ও তাঁর প্রতিপক্ষ; **যুযুধাতে**—যুদ্ধ করেছিলেন; **যথা**—যেমন; **অন্যোন্যম্**—পরস্পর; **তথা এব**—তেমনি; **বল-মুষ্টিকৌ**—শ্রীবলরাম এবং মুষ্টিক।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম ও মুষ্টিকও সুনিপুণভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রতিপক্ষের মতোই একইভাবে অসংখ্য মল্লযুদ্ধের কৌশল প্রদর্শন করে পরস্পর যুদ্ধ করেছিলেন।

শ্লোক ২০

ভগবদ্গাত্রনিষ্পাতৈর্বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরৈঃ ।
চাণূরো ভজ্যমানাঙ্গো মুহুর্গ্লানিমবাপ হ ॥ ২০ ॥

ভগবৎ—ভগবানের; **গাত্র**—অঙ্গের; **নিষ্পাতৈঃ**—আঘাতবশত; **বজ্র**—বজ্রের; **নিষ্পেষ**—পতনের ন্যায় প্রহার; **নিষ্ঠুরৈঃ**—কঠোর; **চাণূরঃ**—চাণূর; **ভজ্যমান**—চূর্ণ হয়ে; **অঙ্গঃ**—তার সমগ্র দেহ; **মুহুঃ**—ক্রমশ অধিকতর; **গ্লানিম্**—যন্ত্রণা ও ক্লান্তি; **অবাপ হ**—অনুভব করল।

অনুবাদ

ভগবানের অঙ্গ দ্বারা বজ্রপাতের ন্যায় কঠোর প্রহারে চাণূরের শরীরের প্রতিটি অংশ যেন চূর্ণ হতে লাগল এবং ক্রমশ অধিকতর যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

তাৎপর্য

চাণূরের কনুই, বাহুদ্বয়, জানুদ্বয় এবং অন্যান্য সকল অঙ্গই দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

শ্লোক ২১

স শ্যেনবেগ উৎপত্য মুষ্টিকৃত্য করাবুভৌ ।
ভগবন্তং বাসুদেবং ক্রুদ্ধো বক্ষস্যবাধত ॥ ২১ ॥

সঃ—সে, চাণূর; **শ্যেন**—বাজপাখির; **বেগঃ**—গতিতে; **উৎপত্য**—তার উপর পতিত হল; **মুষ্টি**—মুষ্টিদ্বয়; **কৃত্য**—দ্বারা; **করৌ**—তার হস্তদ্বয়ের; **উভৌ**—উভয়;

ভগবন্তম্—ভগবান; **বাসুদেবম্**—কৃষ্ণ; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **বক্ষসি**—তাঁর বক্ষোপরে; **অবাধত**—আঘাত করল।

অনুবাদ

অতঃপর চাণূর ভগবান বাসুদেবকে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সবেগে আক্রমণ করে তার দুই মুষ্টি দিয়ে ভগবানের বক্ষঃস্থলে আঘাত করল।

তাৎপর্য

দেখা যাচ্ছে যে, চাণূর স্বয়ং পরাজিত হচ্ছে হৃদয়ঙ্গম করে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে, ভগবান কৃষ্ণকে পরাজিত করার সে একটা শেষ চেষ্টা করেছিল। দানবটি অবশ্যই একজন ভাল যোদ্ধা কিন্তু নিশ্চিতরূপে সে একজন ভুল ব্যক্তির কাছে, ভুল সময়ে ও ভুল স্থানে বিজয়ী হতে চেয়েছিল।

শ্লোক ২২-২৩

নাচলৎ তৎপ্রহারেণ মালাহত ইব দ্বিপঃ ।
বাহ্বোর্নিগৃহ্য চাণূরং বহুশো ভ্রাময়ন্ হরিঃ ॥ ২২ ॥
ভূপৃষ্ঠে প্রোথয়ামাস তরসা ক্ষীণজীবিতম্ ।
বিস্রস্তাকল্পকেশস্রগিন্দ্রধ্বজ ইবাপতৎ ॥ ২৩ ॥

ন অচলৎ—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) অচল রইলেন; **তৎ-প্রহারেণ**—তার আঘাতে; **মালা**—মালা দ্বারা; **আহত**—আঘাত প্রাপ্তের; **ইব**—মতো; **দ্বিপঃ**—হস্তী; **বাহ্বোঃ**—বাহুদ্বয় দ্বারা; **নিগৃহ্য**—ধারণ করে; **চাণূরম্**—চাণূর; **বহুশঃ**—কয়েকবার; **ভ্রাময়ন্**—চতুর্দিকে ঘুরপাক দিয়ে; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ভূ**—ভূ; **পৃষ্ঠে**—তলে; **পোথয়াম্ আস**—আছাড় দিলেন; **তরসা**—সবলে; **ক্ষীণ**—হারালেন; **জীবিতম্**—তার জীবন; **বিস্রস্ত**—স্খলিত; **আকল্প**—তার বমন; **কেশ**—কেশ; **স্রক্**—এবং ফুল মালা; **ইন্দ্র-ধ্বজঃ**—দীর্ঘ উৎসব স্তম্ভ; **ইব**—মতো; **অপতৎ**—সে পতিত হল।

অনুবাদ

দানবের শক্তিশালী আঘাতেও ভগবান মাল্য দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হস্তীর ন্যায় অবিচলিত ভাবে চাণূরের বাহুদ্বয় ধারণ করে বেশ কয়েকবার চতুর্দিকে ঘুরপাক খাইয়ে সবলে ভূতলে আছাড় দিয়ে ফেললেন। স্খলিত বস্তু, কেশ ও মাল্য সমন্বিত মল্লযোদ্ধা চাণূর ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায় ভূপতিত হয়ে প্রাণত্যাগ করল।

তাৎপর্য

ইন্দ্র-ধ্বজ শব্দটিকে শ্রীল শ্রীধর স্বামী এইভাবে ব্যাখ্যা করছেন—"বঙ্গদেশে কোন উৎসব উপলক্ষ্যে সাধারণ মানুষেরা কোন মানুষের মতো এক দীর্ঘ স্তম্ভ নির্মাণ

করে তা পতাকা, ইত্যাদি দিয়ে শোভিত করে। সে (চাণূর) তেমনই এক স্তম্ভের পতনের মতো পতিত হয়েছিল।"

শ্লোক ২৪-২৫

তথৈব মুষ্টিকঃ পূর্বং স্বমুষ্ট্যাভিহতেন বৈ ।
বলভদ্রেণ বলিনা তলেনাভিহতো ভৃশম্ ॥ ২৪ ॥
প্রবেপিতঃ স রুধিরমুদ্বমন্ মুখতোঽর্দিতঃ ।
ব্যসুঃ পপাতোর্ব্যুপস্থে বাতাহত ইবাঙ্ঘ্রিপঃ ॥ ২৫ ॥

তথা এব—তেমনই; **মুষ্টিকঃ**—মুষ্টিক; **পূর্বম্**—পূর্বে; **স্ব-মুষ্ট্যা**—তার মুষ্টি দ্বারা; **অভিহতেন**—আঘাত করলে; **বৈ**—বস্তুত; **বলভদ্রেণ**—শ্রীবলরাম দ্বারা; **বলিনা**—বলশালী; **তলেন**—তাঁর করতল দ্বারা; **অভিহতাঃ**—আঘাত প্রাপ্ত হয়ে; **ভৃশম্**—ভয়ঙ্কর ভাবে; **প্রবেপিতঃ**—কম্পিত হয়ে; **সঃ**—সে, মুষ্টিক; **রুধিরম্**—রক্ত; **উদ্বমন্**—বমন করতে করতে; **মুখতঃ**—তার মুখ হতে; **অর্দিতঃ**—পীড়িত; **ব্যসুঃ**—প্রাণহীন; **পপাত**—পতিত হল; **উর্বী**—পৃথিবীর; **উপস্থে**—কোলে; **বাত**—ঝঞ্ঝা দ্বারা; **আহতঃ**—আহত; **ইব**—মতো; **অঙ্ঘ্রিপঃ**—বৃক্ষের।

অনুবাদ

তেমনই মুষ্টিকও শ্রীবলভদ্রকে তার মুষ্টি দ্বারা আঘাত করার পর বধ হয়েছিল। শক্তিশালী ভগবানের করতল দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়ে সেই দানব সর্ব শরীরে যন্ত্রণায় কম্পিত হয়ে রক্ত বমন করতে করতে প্রাণহীন হয়ে ঝঞ্ঝাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হল।

শ্লোক ২৬

ততঃ কূটমনুপ্রাপ্তং রামঃ প্রহরতাং বরঃ ।
অবধীল্লীলয়া রাজন্ সাবজ্ঞং বামমুষ্টিনা ॥ ২৬ ॥

ততঃ—অতঃপর; **কূটম্**—মল্লযোদ্ধা দৈত্য কূট; **অনুপ্রাপ্তম্**—যুদ্ধে সমাগত; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **প্রহরতাম্**—যোদ্ধাগণের; **বরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **অবধিত**—হত্যা করলেন; **লীলয়া**—অবলীলাক্রমে; **রাজন্**—হে রাজন, পরীক্ষিৎ; **স-অবজ্ঞম্**—অবজ্ঞার সঙ্গে; **বাম**—বাম হাতের; **মুষ্টিনা**—তাঁর মুষ্টি দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন, এরপর যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ বলরাম যুদ্ধার্থে সমাগত কূট নামক মল্লযোদ্ধাকে অবলীলাক্রমে অবজ্ঞার সঙ্গে তাঁর বাম মুষ্টির দ্বারা বধ করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

তর্হ্যেব হি শলঃ কৃষ্ণপ্রপদাহতশীর্ষকঃ ।
দ্বিধা বিদীর্ণস্তোশলক উভাবপি নিপেততুঃ ॥ ২৭ ॥

তর্হি এব—এবং তারপর; হি—বস্তুত; শলঃ—মল্লযোদ্ধা শল; কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণের; প্রপদ—পদাগ্র দ্বারা; আহত—আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে; শীর্ষকঃ—তার মস্তক; দ্বিধা—দুই খণ্ডে; বিদীর্ণঃ—বিদীর্ণ; তোশলক—তোশল; উভৌ অপি—তাদের উভয়েই; নিপেততুঃ—পতিত হয়েছিল।

অনুবাদ

অতঃপর কৃষ্ণ যোদ্ধা শলকে তার মস্তকে তাঁর পদাগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করে দ্বিখণ্ডিত করলেন। ভগবান একইভাবে তোষলকেও আঘাত করলে উভয় মল্লযোদ্ধাই প্রাণহীন হয়ে পতিত হল।

শ্লোক ২৮

চাণূরে মুষ্টিকে কূটে শলে তোশলকে হতে ।
শেষাঃ প্রদুদ্রুবুর্মল্লাঃ সর্বে প্রাণপরীপ্সবঃ ॥ ২৮ ॥

চাণূরে মুষ্টিকে কূটে—চাণূর, মুষ্টিক, কূট; শলে তোষলকে—শল এবং তোশল; হতে—নিহত হলে; শেষাঃ—অবশিষ্টগণ; প্রদুদ্রুবুঃ—পলায়ন করল; মল্লাঃ—মল্লযোদ্ধাগণ; সর্বে—সকলে; প্রাণ—তাদের জীবন; পরীপ্সবঃ—রক্ষার আশায়।

অনুবাদ

চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল এবং তোশল নিহত হলে অবশিষ্ট মল্লযোদ্ধারা সকলেই তাদের জীবন রক্ষার্থে পলায়ন করল।

শ্লোক ২৯

গোপান্ বয়স্যানাকৃষ্য তৈঃ সংসৃজ্য বিজহ্রতুঃ ।
বাদ্যমানেষু তূর্যেষু বল্গন্তৌ রুতনূপুরৌ ॥ ২৯ ॥

গোপান্—গোপবালকগণ; বয়স্যান্—তাদের সমবয়সী বন্ধুরা; আকৃষ্য—আকর্ষণ করে; তৈঃ—তাঁদের সঙ্গে; সংসৃজ্য—মিলিত হয়ে; বিজহ্রতুঃ—তাঁরা ক্রীড়া করলেন; বাদ্যমানেষু—তাঁরা যখন ক্রীড়া করছিলেন; তূর্যেষু—বাদ্য যন্ত্রসমূহ; বল্গন্তৌ—তাঁরা দুজন নৃত্য করছিলেন; রুত—নিনাদিত; নূপুরৌ—তাঁদের নূপুর।

অনুবাদ

অতঃপর কৃষ্ণ ও বলরাম সমবয়স্ক গোপবালক সখাদের আহ্বান করে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নৃত্য ও ক্রীড়া করলেন, আর তখন তাঁদের নূপুর বাদিত বাদ্যযন্ত্রের মতো ধ্বনিত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

আজকাল আমরা দেখতে পাই যে, কোন মুষ্টিযুদ্ধ খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় যেই না কেউ বিজয়ী হল, অমনি সেই বিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধার সকল বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনরা মুষ্টিযুদ্ধের মঞ্চে ছুটে এসে তাকে অভিনন্দিত করে এবং কখনও কখনও বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী মহা-আনন্দে নৃত্যও করে। ঠিক সেইভাবেই তাঁদের বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে তাঁদের জয়ী হওয়াকে উদ্‌যাপিত করে কৃষ্ণ ও বলরাম নৃত্য করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

জনাঃ প্রজহৃষুঃ সর্বে কর্মণা রামকৃষ্ণয়োঃ ।
ঋতে কংসং বিপ্রমুখ্যাঃ সাধবঃ সাধু সাধ্বিতি ॥ ৩০ ॥

জনাঃ—মানুষেরা; **প্রজহৃষুঃ**—আনন্দিত হয়েছিল; **সর্বে**—সকল; **কর্মণা**—কর্মে; **রাম-কৃষ্ণয়োঃ**—বলরাম ও কৃষ্ণের; **ঋতে**—ব্যতীত; **কংসম্**—কংস; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণগণ; **মুখ্যাঃ**—প্রধান; **সাধবঃ**—সাধুগণ; **সাধু সাধু ইতি**—(চিৎকার করলেন) সাধু! সাধু! বলে।

অনুবাদ

কংস ব্যতীত আর সকলেই কৃষ্ণ ও বলরামের এই অপূর্ব কর্ম দর্শন করে আনন্দিত হয়েছিলেন। সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ ও সাধু মহাত্মাগণ 'সাধু! সাধু' বলে চিৎকার করেছিলেন।

তাৎপর্য

এটা বোঝা গেল যে, সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ ও সাধুবর্গ "সাধু! সাধু" বলে চিৎকার করেছিলেন। কিন্তু নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ, যেমন কংসের পুরোহিতবর্গ গম্ভীরভাবে শোকার্ত ছিল।

শ্লোক ৩১

হতেষু মল্লবর্যেষু বিদ্রুতেষু চ ভোজরাট্ ।
ন্যবারয়ৎ স্বতূর্যাণি বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥ ৩১ ॥

হতেষু—হত হয়েছে; **মল্লবর্যেষু**—শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধারা; **বিদ্রুতেষু**—পলায়ন করেছে; **চ**—এবং; **ভোজ-রাট্**—ভোজরাজ, কংস; **ন্যবারয়ৎ**—বন্ধ করে; **স্ব**—তার নিজ; **তূর্যাণি**—বাদ্যযন্ত্র; **বাক্যম্**—বাক্য; **চ**—এবং; **ইদম্**—এই সকল; **উবাচ হ**—বলল।

অনুবাদ

ভোজরাজ তার সকল শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধারা হত অথবা পলাতক হয়েছে দর্শন করে, তার আনন্দের জন্য বাদ্যরত সঙ্গিতাদি বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান করে এই কথাগুলি বলতে লাগল।

শ্লোক ৩২

নিঃসারয়ত দুর্বৃত্তৌ বসুদেবাত্মজৌ পুরাৎ ।
ধনং হরত গোপানাং নন্দং বধ্নীত দুর্মতিম্ ॥ ৩২ ॥

নিঃসারয়ত—বহিষ্কার কর; **দুর্বৃত্তৌ**—দুর্বৃত্ত; **বসুদেব-আত্মজৌ**—বসুদেবের দুই পুত্রকে; **পুরাৎ**—নগরী থেকে; **ধনম্**—ধন; **হরত**—অপহরণ কর; **গোপানাম্**—গোপগণের; **নন্দম্**—নন্দ মহারাজকে; **বধ্নীত**—বন্ধন কর; **দুর্মতিম্**—দুর্মতি।

অনুবাদ

[কংস বলল—] বসুদেবের দুই দুর্বৃত্ত পুত্রকে নগরী থেকে বহিষ্কার কর। গোপগণের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর এবং দুর্মতি নন্দকে গ্রেফতার কর।

শ্লোক ৩৩

বসুদেবস্তু দুর্মেধা হন্যতামাশ্ব সত্তমঃ ।
উগ্রসেনঃ পিতা চাপি সানুগঃ পরপক্ষগঃ ॥ ৩৩ ॥

বসুদেবঃ—বসুদেব; **তু**—অধিকন্তু; **দুর্মেধা**—দুর্বুদ্ধি; **হন্যতাম্**—হত্যা কর; **আশু**—এখনই; **অসৎ-তমঃ**—দুর্জন প্রবর; **উগ্রসেনঃ**—উগ্রসেন; **পিতা**—আমার পিতা; **চ অপি**—ও; **স**—সহ; **অনুগঃ**—তার অনুগামী; **পর**—শত্রুর; **পক্ষগঃ**—পক্ষাবলম্বী।

অনুবাদ

ঐ দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন দুর্জন বসুদেবকে হত্যা কর। আর শত্রুর পক্ষাবলম্বী আমার পিতা উগ্রসেনকেও তার অনুগামীসহ হত্যা কর।

শ্লোক ৩৪

এবং বিকত্থমানে বৈ কংসে প্রকুপিতোঽব্যয়ঃ ।
লঘিম্নোৎপত্য তরসা মঞ্চম্ উত্তুঙ্গমারুহৎ ॥ ৩৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিকত্থমানে**—শ্লাঘা প্রকাশ করতে থাকলে; **বৈ**—বস্তুত; কংসে—কংস; **প্রকুপিতঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন; **অব্যয়**—ভগবান অচ্যুত; লঘিম্না—সহজেই; **উৎপত্য**—লাফ দিয়ে; **তরসা**—দ্রুত; **মঞ্চম্**—রাজযজ্ঞ; **উত্তুঙ্গম্**—উচ্চ; **আরুহৎ**—আরোহণ করলেন।

অনুবাদ

কংস এইভাবে শ্লাঘা প্রকাশ করতে থাকলে অচ্যুত ভগবান কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রুত এবং সহজেই উচ্চ রাজমঞ্চোপরে লাফ দিয়ে আরোহণ করলেন।

শ্লোক ৩৫

তমাবিশন্তমালোক্য মৃত্যুমাত্মন আসনাৎ ।
মনস্বী সহসোত্থায় জগৃহে সোঽসিচর্মণী ॥ ৩৫ ॥

তম্—তাঁকে, কৃষ্ণকে; **অবিশন্তম্**—প্রবেশ করতে (তার ব্যক্তিগত বসার জায়গায়); **আলোক্য**—দেখে; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **আত্মনঃ**—তার নিজ; **আসনাৎ**—তার আসন থেকে; **মনস্বী**—বুদ্ধিমান; **সহসা**—তৎক্ষণাৎ; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **জগৃহে**—গ্রহণ করল; **সঃ**—সে; **অসি**—তার তরবারি; **চর্মণী**—এবং তার ঢাল।

অনুবাদ

মূর্তিমান মৃত্যুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে আগমন করতে দেখে, বুদ্ধিমান কংস তার আসন থেকে উঠে তার তরবারি ও ঢাল গ্রহণ করল।

শ্লোক ৩৬

তং খড়্গপাণিং বিচরন্তমাশু
শ্যেনং যথা দক্ষিণসব্যমম্বরে ।
সমগ্রহীদ্ দুর্বিষহোগ্রতেজা
যথোরগং তার্ক্ষ্যসুতঃ প্রসহ্য ॥ ৩৬ ॥

তম্—কংস; **খড়্গ**—তরবারি; **পাণিম্**—হস্তে; **বিচরন্তম্**—ভ্রমণ করতে লাগলেন; **আশু**—দ্রুত; **শ্যেনম্**—শ্যেন পক্ষী; **যথা**—ন্যায়; **দক্ষিণ-সব্যম্**—ডানে ও বাম দিকে; **অম্বরে**—আকাশে; **সমগ্রহীৎ**—ধারণ করলেন; **দুর্বিষ**—দুঃসহ; **উগ্র**—এবং উগ্র; **তেজাঃ**—তেজঃশালী; **যথা**—যেমন; **উরগম্**—সর্প; **তার্ক্ষ্য-সুতঃ**—তার্ক্ষ্য-পুত্র, গরুড়; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক।

অনুবাদ

তরবারি হাতে কংস আকাশে উড়ন্ত শ্যেন পক্ষীর ন্যায় দ্রুত একদিক থেকে অন্যদিকে ভ্রমণ করতে থাকলে দুঃসহ উগ্র তেজঃশালী ভগবান কৃষ্ণ তার্ক্ষ্যপুত্র (গরুড়) যেভাবে সর্পকে ধারণ করে সেইভাবে বলপূর্বক সেই অসুরকে ধারণ করলেন।

শ্লোক ৩৭

প্রগৃহ্য কেশেষু চলৎকিরীটং
নিপাত্য রঙ্গোপরি তুঙ্গমঞ্চাৎ ।
তস্যোপরিষ্টাৎ স্বয়মব্জনাভঃ
পপাত বিশ্বাশ্রয় আত্মতন্ত্রঃ ॥ ৩৭ ॥

প্রগৃহ্য—আকর্ষণ করে; কেশেষু—তার কেশ; চলৎ—স্খলিত; কিরীটম্—মুকুট; নিপাত্য—নিপাতিত করলেন; রঙ্গ-উপরি—মল্লক্রীড়ার মঞ্চের উপরে; তুঙ্গ—উচ্চ; মঞ্চাৎ—মঞ্চ হতে; তস্য—তার; উপরিষ্টাৎ—তার উপরে; স্বয়ম্—স্বয়ং; অব্জ-নাভঃ—ভগবান পদ্মনাভ; পপাত—নিক্ষেপ করলেন; বিশ্ব—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; আশ্রয়ঃ—ধারক; আত্ম-তন্ত্রঃ—স্বতন্ত্র পুরুষ।

অনুবাদ

তার মুকুট ফেলে দিয়ে কেশ আকর্ষণ করে ভগবান পদ্মনাভ তাকে উচ্চ মঞ্চ থেকে মল্লক্রীড়া মঞ্চে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর স্বতন্ত্রপুরুষ, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ধারক স্বয়ং তার উপরে পতিত হলেন।

তাৎপর্য

লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ কংসের মৃত্যুকে এইভাবে বর্ণনা করছেন—"অচিরেই শ্রীকৃষ্ণ দুদিকে পা রেখে কংসের বুকের ওপর চেপে বসে তাকে বার বার ঘুসি মারতে লাগলেন। শুধু তাঁর কয়েকটি ঘুসিতেই কংস প্রাণ ত্যাগ করল।"

শ্লোক ৩৮

তং সম্পরেতং বিচকর্ষ ভূমৌ
হরির্যথেভং জগতো বিপশ্যতঃ ।
হা হেতিশব্দঃ সুমহাংস্তদাভূদ্
উদীরিতঃ সর্বজনৈর্নরেন্দ্র ॥ ৩৮ ॥

তম্—তাকে; **সম্পরেতম্**—মৃত; **বিচকর্ষ**—আকর্ষণ করলেন; **ভূমৌ**—ভূতলে; **হরিঃ**—সিংহ; **যথা**—যেমন; **ইভম্**—এক হস্তীকে; **জগতঃ**—সকল মানুষ; **বিপশ্যতঃ**—দর্শনকারী; **হা হা ইতি**—'হা, হা'; **শব্দঃ**—রব; **সু-মহান্**—উচ্চৈঃস্বরে; **তদা**—তখন; **অভূৎ**—উত্থিত হল; **উদীরিতঃ**—উচ্চারিত; **সর্ব-জনৈঃ**—সকল মানুষের দ্বারা; **নর-ইন্দ্র**—হে নরেন্দ্র (রাজা পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

যেভাবে এক সিংহ মৃত-হস্তীকে আকর্ষণ করে, উপস্থিত প্রত্যেক দর্শকের সমক্ষে ভগবানও কংসের মৃতদেহকে সেইভাবে ভূতলে আকর্ষণ করলেন। হে রাজন, মল্লস্থলের সকল মানুষেরা তখন তুমুল উচ্চৈঃস্বরে হা হা রব করে উঠল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করছেন যে, দর্শকদের মধ্যে অনেক মানুষই মনে করেছিল—কংস কেবলমাত্র উচ্চ মঞ্চ হতে নিক্ষেপিত হয়ে অচেতন হয়ে পড়েছে। তাই ভগবান কৃষ্ণ তার মৃতদেহটিকে আকর্ষণ করলেন যাতে প্রত্যেকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, খল কংস প্রকৃতপক্ষে মৃত। হা হা চিৎকার এখানে তাই রাজার সহসা মৃত্যুর বিষয়ে জনসাধারণের বিস্ময় নির্দেশ করছে।

দর্শকদের বিস্ময় বোধটি *বিষ্ণু পুরাণেও* উল্লেখ করা হয়েছে—

ততো হাহাকৃতং সর্বমাসীত্তদ্রঙ্গমণ্ডলম্ ।
অবজ্ঞয়া হতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেন মথুরেশ্বরম্ ॥

"যখন লোকে দেখল যে, কৃষ্ণ দ্বারা মথুরার ঈশ্বর অবজ্ঞাভরে হত হয়েছে, তখন সমগ্র মল্লস্থল বিস্ময়ায়িভূত চিৎকারে পূর্ণ হল।"

শ্লোক ৩৯

স নিত্যদোদ্বিগ্নধিয়া তমীশ্বরং
পিবন্নদন্ বা বিচরন্ স্বপন্ শ্বসন্ ।
দদর্শ চক্রায়ুধমগ্রতো যতস্
তদেব রূপং দুরবাপমাপ ॥ ৩৯ ॥

সঃ—সে, কংস; **নিত্যদা**—অবিরত; **উদ্বিগ্ন**—উদ্বিগ্ন; **ধিয়া**—চিত্তে; **তম্**—তাঁকে; **ঈশ্বরম্**—ভগবান; **পিবন্**—পান; **অদন্**—ভোজন, **বা**—বা; **বিচরন্**—ভ্রমণ; **স্বপন্**—স্বপ্ন; **শ্বসন্**—নিঃশ্বাস কালে; **দদর্শ**—দর্শন করতেন; **চক্র**—চক্র; **আয়ুধম্**—তাঁর হাতে; **অগ্রতঃ**—নিজ সম্মুখে; **যতঃ**—যেহেতু; **তৎ**—সেই; **এব**—একই; **রূপম্**—ব্যক্তিগত রূপ; **দুরবাপম্**—দুর্লভ; **আপ**—সে লাভ করল।

অনুবাদ

ভগবান তাকে বধ করবেন এই ভাবনায় কংস সর্বদা বিব্রত থাকত। তাই পান, ভোজন, ভ্রমণ, স্বপ্ন বা কেবলমাত্র শ্বাসগ্রহণ সময়েও রাজা নিয়ত চক্রধারী ভগবানকে তার সম্মুখে দর্শন করত। আর এইভাবে কংস ভগবানের রূপবৎ রূপ লাভের দুর্লভ আশীর্বাদ অর্জন করেছিল।

তাৎপর্য

যদিও ভয়বশত কংস অবিরত ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকত কিন্তু তা তার সকল অপরাধের মূলোৎপাটন করেছিল এবং তার ফলেই দানব ভগবানের হাতে মৃত্যুবরণ করে মুক্তি লাভ করেছিল।

শ্লোক ৪০

তস্যানুজা ভ্রাতরোঽষ্টৌ কঙ্কন্যগ্রোধকাদয়ঃ ।
অভ্যধাবন্নতিক্রুদ্ধা ভ্রাতুর্নির্বেশকারিণঃ ॥ ৪০ ॥

তস্য—তার, কংসের; অনুজাঃ—কনিষ্ঠ; ভ্রাতরঃ—ভ্রাতাগণ; অষ্টৌ—অষ্ট; কঙ্ক-ন্যগ্রোধক-আদয়ঃ—কঙ্ক, ন্যগ্রোধক প্রভৃতি; অভ্যধাবন্—আক্রমণ করার জন্য ধাবিত হল; অতি-ক্রুদ্ধাঃ—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; ভ্রাতুঃ—তাদের ভ্রাতার; নির্বেশ—ঋণ পরিশোধ; কারিণঃ—করতে।

অনুবাদ

কঙ্ক ও ন্যগ্রোধকের নেতৃত্বে কংসের আট কনিষ্ঠ ভ্রাতা তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভগবানদ্বয়কে আক্রমণ করল।

শ্লোক ৪১

তথাতিরভসাং স্তাংস্তু সংযত্তান্ রোহিণীসুতঃ ।
অহন্ পরিঘমুদ্যম্য পশূনিব মৃগাধিপঃ ॥ ৪১ ॥

তথা—এইভাবে; অতি-রভসান্—অতিবেগে; তান্—তারা; তু—এবং; সংযত্তান্—আঘাতোদ্যত; রোহিণী-সুতঃ—শ্রীবলরাম; অহন্—বধ করলেন; পরিঘম্—তাঁর গদা; উদ্যম্য—ব্যবহার দ্বারা; পশূন্—পশুরা; ইব—যেমন; মৃগ-অধিপঃ—পশুরাজ, সিংহ।

অনুবাদ

ভগবানদ্বয়ের প্রতি অতিবেগে সমাগত, আঘাতোদ্যত, তাদের, রোহিণীনন্দন তাঁর গদা দ্বারা, ঠিক যেমন কোন সিংহ সহজেই অন্যান্য প্রাণীকে হত্যা করে, সেইভাবে বধ করলেন।

শ্লোক ৪২

নেদুর্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ব্রহ্মেশাদ্যা বিভূতয়ঃ ।
পুষ্পৈঃ কিরন্তস্তং প্রীতাঃ শশংসুর্ননৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪২ ॥

নেদুঃ—ধ্বনিত হল; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **ব্যোম্নি**—আকাশে; **ব্রহ্ম-ঈশ-আদ্যাঃ**—ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য দেবতারা; **বিভূতয়ঃ**—তাঁর অংশপ্রকাশ; **পুষ্পৈঃ**—পুষ্প; **কিরন্তঃ**—বর্ষণ করতে করতে; **তম্**—তাঁর উপরে; **প্রীতাঃ**—আনন্দে; **শশংসুঃ**—তারা তাঁর স্তুতি কীর্তন করছিলেন; **ননৃতুঃ**—নৃত্য করছিল; **স্ত্রিয়ঃ**—তাঁদের পত্নীগণ।

অনুবাদ

তখন আকাশে দুন্দুভি ধ্বনিত হল, ভগবানের অংশপ্রকাশ ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য দেবতাগণ আনন্দে তাঁর উপর পুষ্প বর্ষণ করতে করতে তাঁর স্তুতি কীর্তন করছিলেন এবং তাঁদের পত্নীগণ নৃত্য করছিলেন।

শ্লোক ৪৩

তেষাং স্ত্রিয়ো মহারাজ সুহৃন্মরণদুঃখিতাঃ ।
তত্রাভীয়ুর্বিনিঘ্নন্ত্যঃ শীর্ষাণ্যশ্রুবিলোচনাঃ ॥ ৪৩ ॥

তেষাম্—তাদের (কংস ও তার ভ্রাতাদের); **স্ত্রীয়ঃ**—পত্নীগণ; **মহারাজ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **সুহৃৎ**—তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী (তাদের স্বামী); **মরণ**—মৃত্যুর জন্য; **দুঃখিতাঃ**—দুঃখিতা; **তত্র**—সেই স্থানে; **অভীয়ুঃ**—আগমন করল; **বিনিঘ্নন্ত্যঃ**—আঘাত করতে করতে; **শীর্ষাণি**—তাদের মস্তকে; **অশ্রু**—অশ্রুযুক্ত; **বিলোচনাঃ**—তাদের নয়নে।

অনুবাদ

হে রাজন, তখন কংস ও তার ভ্রাতৃবর্গের পত্নীগণ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী স্বামীদের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাদের মস্তকে আঘাত করতে করতে সেখানে আগমন করল।

শ্লোক ৪৪

শয়ানান্ বীরশয্যায়াং পতীনালিঙ্ক্য শোচতীঃ ।
বিলেপুঃ সুস্বরং নার্যো বিসৃজন্ত্যো মুহুঃ শুচঃ ॥ ৪৪ ॥

শয়ানান্—শায়িত; **বীর**—বীরের; **শয্যায়াম্**—শয্যায় (ভূমিতে); **পতীন্**—তাদের পতিগণ; **আলিঙ্ক্য**—আলিঙ্গন করতে করতে; **শোচতীঃ**—দুঃখিত; **বিলেপুঃ**—বিলাপ

করতে লাগল; **সুস্বরম্**—উচ্চৈঃস্বরে; **নার্যো**—স্ত্রীগণ; **বিসৃজন্ত্যঃ**—বিসর্জন সহকারে; **মুহুঃ**—অনবরত; **শুচঃ**—অশ্রু।

অনুবাদ

বীরের অন্তিম শয্যায় শায়িত তাদের স্বামীদের আলিঙ্গন করে স্ত্রীগণ অনবরত অশ্রু বিসর্জন সহকারে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে লাগল।

শ্লোক ৪৫

হা নাথ প্রিয় ধর্মজ্ঞ করুণানাথবৎসল ।
ত্বয়া হতেন নিহতা বয়ং তে সগৃহপ্রজাঃ ॥ ৪৫ ॥

হা—হায়; **নাথ**—নাথ; **প্রিয়**—প্রিয়; **ধর্মজ্ঞ**—ধর্মজ্ঞ; **করুণ**—হে দয়াময়; **অনাথ**—যার কোন রক্ষাকর্তা নেই; **বৎসল**—স্নেহশীল; **ত্বয়া**—তোমার; **হতেন**—বধ হওয়ায়; **নিহতাঃ**—বধ হলাম; **বয়ম্**—আমরা; **তে**—তোমার; **স**—সঙ্গে একত্রে; **গৃহ**—গৃহ; **প্রজাঃ**—সন্তান।

অনুবাদ

[স্ত্রীগণ ক্রন্দন করছিল—] হায়, হে প্রভু, হে প্রিয়, হে ধর্মজ্ঞ, হে করুণানাথ, তুমি নিহত হওয়ায়, আমরাও গৃহ ও সন্তানাদি সহ একত্রে নিহত হলাম।

শ্লোক ৪৬

ত্বয়া বিরহিতা পত্যা পুরীয়ং পুরুষর্ষভ ।
ন শোভতে বয়মিব নিবৃত্তোৎসবমঙ্গলা ॥ ৪৬ ॥

ত্বয়া—তোমার; **বিরহিতা**—বিরহে; **পত্যা**—পতি; **পুরী**—নগরী; **ইয়ম্**—এই; **পুরুষ**—পুরুষ; **ঋষভ**—হে পরম বীর; **ন শোভতে**—শোভা পাচ্ছে না; **বয়ম্**—আমাদের; **ইব**—মতো; **নিবৃত্তঃ**—রহিত; **উৎসব**—উৎসব; **মঙ্গলা**—এবং মঙ্গলাদি।

অনুবাদ

হে পুরুষপ্রবর, আমাদের মতো এই নগরীও তার পতির বিরহে উৎসব-মঙ্গল-শূন্যরূপে শোভাহীন হয়েছে।

শ্লোক ৪৭

অনাগসাং ত্বং ভূতানাং কৃতবান্ দ্রোহমুল্বণম্ ।
তেনেমাং ভো দশাংনীতো ভূতধ্রুক্ কো লভেত শম্ ॥ ৪৭ ॥

অনাগসাম্—নিরপরাধ; **ত্বম্**—তুমি; **ভূতানাম্**—প্রাণীদের উপর; **কৃতবান্**—করেছ; **দ্রোহম্**—অত্যাচার; **উল্বণম্**—ভয়ঙ্কর; **তেন**—তাই; **ইমম্**—এই; **ভো**—হে প্রিয়; **দশাম্**—দশা; **নীতঃ**—আনীত হয়েছে; **ভূত**—জীবের; **ধ্রুক্**—অনিষ্ট করে; **কঃ**—কে; **লভেত**—প্রাপ্ত হতে পারে; **শম্**—সুখ।

অনুবাদ

হে প্রিয়, তুমি নিরপরাধ প্রাণীদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করেছ বলেই আজ তোমার এই দশা হল। অপরের অনিষ্টকারীর কিভাবে সুখ লাভ হতে পারে?

তাৎপর্য

তাদের শোকার্ত আবেগ প্রকাশ করার পর নারীগণ এখন বাস্তব-জ্ঞান-সম্মত কথা বলছে। তারা প্রকৃত দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাসমূহ দর্শন করছিল, কারণ সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ ও কৃষ্ণ সঙ্গ প্রভাবে তাদের হৃদয় শুদ্ধ হয়েছিল।

শ্লোক ৪৮

সর্বেষামিহ ভূতানামেষ হি প্রভবাপ্যয়ঃ ।
গোপ্তা চ তদবধ্যায়ী ন ক্বচিৎ সুখমেধতে ॥ ৪৮ ॥

সর্বেষাম্—সকল; **ইহ**—এই জগতের; **ভূতানাম্**—জীবের; **এষঃ**—ইনিই (শ্রীকৃষ্ণ); **হি**—নিশ্চিতরূপে; **প্রভব**—উৎপত্তি; **অপ্যয়ঃ**—ও লয়; **গোপ্তা**—পালক; **চ**—এবং; **তৎ**—তাঁর; **অবধ্যায়ী**—অবজ্ঞাকারী; **ন ক্বচিৎ**—কখনও না; **সুখম্**—সুখে; **এধতে**—শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণই এই জগতের সকল জীবের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ এবং তিনিই সকলের পালক। যে তাঁকে অবজ্ঞা করে, সে কখনই মঙ্গল লাভ করতে পারে না।

শ্লোক ৪৯

শ্রীশুক উবাচ

রাজযোষিত আশ্বাস্য ভগবাল্ লোকভাবনঃ ।
যামাহুর্লৌকিকীং সংস্থাং হতানাং সমকারয়ৎ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **রাজ**—রাজার (এবং তার ভ্রাতাদের); **যোষিতঃ**—পত্নীদের; **আশ্বাস্য**—সান্ত্বনা প্রদান করে; **ভগবান্**—ভগবান; **লোক**—নিখিল জগতের; **ভাবনঃ**—পালক; **যাম্**—যাকে; **আহুঃ**—শাস্ত্রোক্ত; **লৌকিকীম্ সংস্থাম্**—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; **হতানাম্**—মৃতব্যক্তিগণের; **সমকারয়ৎ**—তিনি সম্পাদনের আয়োজন করালেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—রাজপত্নীগণকে সান্ত্বনা প্রদান করে নিখিল লোকপালক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রোক্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের আয়োজন করালেন।

শ্লোক ৫০

মাতরং পিতরং চৈব মোচয়িত্বাথ বন্ধনাৎ ।
কৃষ্ণরামৌ ববন্দাতে শিরসা স্পৃশ্য পাদয়োঃ ॥ ৫০ ॥

মাতরম্—তাঁদের মাতা; পিতরম্—পিতা; চ—এবং; এব—ও; মোচয়িত্বা—মুক্ত করলেন; অথ—অতঃপর; বন্ধনাৎ—বন্ধন হতে; কৃষ্ণ-রামৌ—কৃষ্ণ ও বলরাম; ববন্দাতে—প্রণাম নিবেদন করলেন; শিরসা—তাঁদের মস্তক দ্বারা; স্পৃশ্য—স্পর্শ করে; পদয়োঃ—তাঁদের পাদদ্বয়।

অনুবাদ

অতঃপর কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের মাতা ও পিতাকে বন্ধনমুক্ত করে তাঁদের চরণে মস্তক স্পর্শ করে প্রণাম নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৫১

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥ ৫১ ॥

দেবকী—দেবকী; বসুদেবঃ—বসুদেব; চ—এবং; বিজ্ঞায়—হৃদয়ঙ্গম করে; জগদীশ্বরৌ—জগতের দুই ঈশ্বর; কৃতসংবন্দনৌ—প্রণতি নিবেদনকারী; পুত্রৌ—দুই পুত্র কৃষ্ণ ও বলরামকে; সস্বজাতে—আলিঙ্গন; ন—না; শঙ্কিতৌ—শঙ্কিত হওয়ায়।

অনুবাদ

তাঁদের প্রণতি নিবেদনকারী দুই পুত্র কৃষ্ণ ও বলরামকে এখন জগদীশ্বর রূপে অবগত হয়ে দেবকী ও বসুদেব করজোড়ে দণ্ডায়মান রইলেন। শঙ্কিত হয়ে আলিঙ্গন করতে পারলেন না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'কংস বধ' নামক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।